The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আব্বাসীয় যুগের যুহদ কাব্যের বিষয়বস্তুঃ একটি পর্যালোচনা

[THE THEMES OF THE ZUHD POETRY OF ABBASID ERA: A REVIEW]

Dr. Chalekujjaman Khan
Associate Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Dr. Muh. Belal Hossain
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 13 February 2025
Received in revised: 16 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Introduction to Arabic zuhd poetry, Content of zuhd poetry, Characteristics of zuhd poetry.

ABSTRACT

Zuhd (mysticism) is an important theme in Arabic poetry. Its influence on poetry is noticeable. In every era, there have been some poets and writers who, having recognized Allah, abandoned worldly delusions and hoped for eternal success and endless blessings in the Hereafter. Poets have expressed their disassociation from worldly life through poetry. Islam has encouraged human beings to adopt the principle of zuhd in their lives. Even if we examine the life style of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his companions, we see that they adopted zuhd in their own lives and called others towards zuhd. Zuhd poetry was widely practiced and developed during the Abbasid era (750-1258AD). Among the topics on which zuhd poets composed poems during this era, notable ones are: detachment from worldly life, seeking forgiveness from Allah, trust in Allah and expressing gratitude for His blessings, calling for the monotheism of Allah, fear of God, remembrance of death, belief in the Hereafter, and Paradise and Hell, etc. The language of zuhd poetry in this era was simple. The poets' style of expression was unsurpassed. They refrained from mentioning the beloved and reminiscing about her at the beginning of the qasidah. Zuhd poets did not accept poetry as a means of earning. Among the poets who made significant contributions to zuhd poetry in the Abbasid era was poets Abu Nuwas, Abul Atahiyah, Abdullah Ibnul Mubarak, Abul `Ala al-m`arri, etc. Zuhd poetry of the Abbasid era is a significant chapter in Arabic literature. The contribution of zuhd poets in this era will be unforgettable in the history of Arabic literature. The appeal of zuhd poetry written by the poets of this era will be equally appreciated from the present generation to the next generation. This article will focus on the zuhd poetry of the Abbasid period.

ভূমিকা

আরবী কবিতায় যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কবিতায় এর প্রভাব লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি যুগেই এমন কিছু কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে যারা আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্ত হয়ে পার্থিব মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী সফলতা ও অফুরন্ত নেয়ামতের প্রত্যাশী হয়েছেন। কবিগণ পার্থিব জীবনের প্রতি তাদের অনাসক্তিকে কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলাম মানব জীবনে যুহদের নীতি অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এমনকি বিশ্বনবী সা. ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নিজেদের জীবনে যুহদ অবলম্বন করেছেন এবং অন্যদেরকে যুহদের দিকে আহবান করেছেন। আব্বাসীয় যুগে যুহদ কবিতার ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ ঘটে। এ যুগে যুহদ কবিগণ যে সকল বিষয়ের উপর কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্তি, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, আল্লাহর উপর ভরসা ও তার প্রদত্ত নেয়ামতের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ, আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান, খোদাভীতি, মৃত্যুর স্মরণ, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ও জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি। এ যুগে যুহদ কবিতার ভাষা ছিল সহজ-সরল। কবিদের প্রকাশভঙ্গিতে লৌকিকতা ছিল অনুপস্থিত। তারা কাসীদার শুরুতে প্রেয়সীর বাস্তুভিটা ও তার স্মৃতিচারণ থেকে বিরত থেকেছেন। যুহদ কবিগণ কবিতাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন নি। আব্বাসীয়

যুগে যে সকল কবিগণ যুহদ কবিতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে কবি আবূ নুওয়াস (৮১৪খ্রি.)[১], আবুল আতাহিয়্যাহ (৮২৬খ্রি.)[২], আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (৭৯৭খ্রি.)[৩], আবুল আ'লা আল-মাআ'ররী (১০৫৭খ্রি.)[৪] প্রমুখ। আব্বাসীয় যুগের যুহদ কবিতা আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এ যুগে যুহদ কবিদের অবদান আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যুহদ কবিতার পরিচিতি

যুহদ শব্দটি আরবী زهد শব্দ থেকে উদগত। এটি فتح يفتح ، سمع يسمع ও كرم يكرم বাব থেকে ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ: তপস্যা, সন্ন্যাস, সংসার ত্যাগ ও উপেক্ষা ইত্যাদি।[৫] زهد শব্দের কর্তৃবাচক বিশেষ্য (اسم الفاعل) হলো (زاهد)। যার অর্থ হল: সাধক, সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী ও দরবেশ। زاهد এর বহুবচন زهاد। المعجم الوسيط গ্রন্থকার বলেন, زَهَدَ فِيهِ وَعَنهُ أَى أَعرَضَ عَنهُ وَتَرَكَهُ لاحتَقارِهِ.[৬] [সে কোন কিছু থেকে বিমুখ হলো ও কোন বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ছেড়ে দিল।] পারিভাষিক অর্থে যুহদ (زهد) হলো- পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্তির কারণে একে তুচ্ছ মনে করে আখিরাতের জীবনকে চিরস্থায়ী বিশ্বাস করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। لسان العرب গ্রন্থকার যুহদ-এর পরিচয়ে বলেন,[৭] الزُهدُ هُوَ ضِدُّ الرُّغْبَةِ وَالحِرصُ عَلىَ الدُنيَا. [যুহদ হলো-পার্থিব জীবনের প্রতি অনাকাংখা ও অনাসক্তিবোধ করা।] ড. ইয়াহয়া শামী (১৯৩৫-২০২১খ্রি.) বলেন,

هُوَ الكَفُ عَنِ المَحَارِمِ وَالتَوبَةُ إِلَىَ اللهِ وَهُوَ القَناعَةُ والاِكتِفَاءُ بالحَاجةِ وَالرِضى بِالقَليلِ وَصَرفِ النَظِر عَن بَهَرَجِ الحَيَاةِ وَزِينَتِها وَهِيَ نَهيُ النفَسِ عَنِ الهَوى وَتَخَلِيةُ القَلبِ وَصِفائُه وَرِقتُهَ وَشِفَايتَهُ.[৮]

[যুহদ হলো; হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, অল্পে তুষ্ট থাকা, জীবনের চাকচিক্যতা থেকে বিমুখ হওয়া, কামনা-বাসনা থেকে নফসকে বিরত রাখা ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা।]

মোট কথা যুহদ হলো, আত্মার পরিশুদ্ধতা, চারিত্রিক মাধুর্যতা এবং চিরস্থায়ী সফলতার আশায় নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে পূনঃগঠন করা।[৯] ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়া (১২৯২-১৩৫০খ্রি.) তাঁর الفوائد গ্রন্থে যুহদকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা- ক. যুহদ ফিল হারাম زُهدٌ فِي الحَرَامِ)) অর্থাৎ হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে পরহেয করা। আর এটি সকল ইমানদারের জন্য ফরয। খ. যুহদ ফিশ শুবহাত ((زُهدٌ فِي الُشبُهَاتِ সন্দেহযুক্ত কর্ম থেকে পরহেয করা। আর সন্দেহযুক্ত কর্ম থেকে পরহেয করা। আর সন্দেহযুক্ত কর্ম থেকে পরহেয করা কখনো ওয়াজিব আবার কখনো মুস্তাহাব। গ. যুহদ ফিল ফুযুল (زُهدٌ فِي الفُضُولِ) অতিরিক্ত কর্ম থেকে পরহেয করা। যেমন অধিক কথা বলা, অধিক প্রশ্ন করা ও অধিক খাওয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা। আর উত্তম পরহেযগারী হলো নিজের পরহেযগারীকে গোপন রাখা।[১০]

যুহদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

যুহদ তথা ইহলৌকিক জীবনকে তুচ্ছ মনে করে পারলৌকিক জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি মায়া-ভালবাসা চিরস্থায়ী সফলতা বয়ে আনতে পারেনা। পার্থিব জগতের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যতা পরিত্যাগ করতে ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দান করে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,[১১] ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।] পার্থিব ধন-সম্পদ আর সন্তান সন্তুতি যেন মানুষকে আখিরাতের জীবন ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না রাখে আল-কোরআনে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এসেছে।[১২] দুনিয়ার জীবন স্থায়ী জীবন নয় । মৃত্যুর মাধ্যমে এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল-কোরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ঈমান ও সৎকর্মই আখিরাতের জীবনে মানুষকে চূড়ান্ত সফলতা দান করতে পারে। পার্থিব ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব আর ক্ষমতা আখিরাতের জীবনে কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সৎকর্মই আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾[১৩]

[ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।]

পার্থিব জীবনে যারা সৎকর্মশীল মহান আল্লাহ তাদেরকে অপার শান্তি ও চিরস্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।[১৪] বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন চরিত ছিল আল কোরআনে বর্ণিত উত্তম আখলাক বিশিষ্ট। তিনি তার জীবদ্দশায় অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তার খাবার ছিল অধিকাংশ সময় জবের রুটি, বিছানা ছিল খেজুর পাতার ছালের তৈরি চাটাই। তিনি আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, পার্থিব জীবন হলো একজন আরোহীর কোন গাছের নিচে কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার মত। যে কিছু সময় আরাম নিয়ে সেই বৃক্ষের ছায়া ত্যাগ করল।[১৫] মহানবী সা.

বলেন,[১৬] اَلدُنيَا سِجْنُ المُؤمِنِ وَجَنَةُ الكَافِرِ [পার্থিব জীবন একজন ঈমানদারের জন্য কারাগার এবং একজন কাফিরের জন্য জান্নাত সদৃশ।] যুহদ তথা দুনিয়ার ব্যাপারে পরহেযগারী অবলম্বন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম । একদা এক ব্যক্তি বিশ্বনবী সা.-এর নিকট এসে বলল; হে আল্লাহর রাসূল সা.! আপনি আমাকে এমন আমল শিক্ষা দেন যা পালন করলে আল্লাহ তায়ালা ও সকল মানুষ আমাকে ভালবাসবে। উত্তরে বিশ্বনবী সা. বলেন,

اِزهَدْ فِي الدُنيَا يُحِبُكَ اللهُ، وَازهَدْ فِيمَا عِندَ النَاسِ يُحِبُكَ النَاسُ.[১৭]

[তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে পরহেযগারী অবলম্বন কর আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের হকের ব্যাপারে পরহেযগারী অবলম্বন কর তাহলে মানুষেরা তোমাকে ভালবাসবে।]

আব্বাসীয় যুগের যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু

আব্বাসীয় যুগের আরবী কবিতার অন্যতম শাখা হলো যুহদ কবিতা। যে সকল কবিগণ আখিরাতে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। ফলে তারা ইহলৌকিক জীবন থেকে বিমূখ ছিলেন। তারা পার্থিব জীবনকে অস্থায়ী ও মূল্যহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের যুহদ কবিতায় আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহবান আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা, পারস্পরিক সদুপদেশ প্রদান, আল্লাহর প্রতি ভরসা, মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। নিম্নে যুহদ কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করা হলো:

ক. পার্থিব প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য ত্যাগের আহবান

আব্বাসীয় যুগের যুহদ কবিতার অন্যতম বিষয় ছিল কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে পার্থিব প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি নিজেদের অনাগ্রহ ও জনগণকে দুনিয়ার মোহ তাগ করার প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। কবিগণ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসকে অকপটে স্বীকার করেছেন এবং তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। কারণ তারা জানেন যে, পৃথিবীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস ও অবস্থানের সুযোগ নেই। দুনিয়ার সকল নেয়ামত ধ্বংসশীল ও ক্ষনস্থায়ী। পার্থিব নেয়ামত ধ্বংসশীল আর আখিরাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী। এমন ঘোষণা মু'আল্লাকার মুসলিম কবি লাবীদ ইবন রাবী'আ (৫৬০-৬৬১খ্রি.)-এর কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلٌ * وَكُلُّ نَعيمٍ لا مَحالَةَ زَائِلُ[১৮]

[নিশয়ই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল। আর সকল নেয়ামত নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হবে।]

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ বলেন,

إِنَّمَا الدُنيَا غُرُورٌ كُلُّهَا * مِثلُ لَمعِ الآلِ فِي الأَرْضِ القَفَارِ[১৯]

[নিশ্চয়ই পৃথিবীটা পুরোটাই প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই না। মরুভূমিতে মরীচিকার চাকচিক্যের মত।]

কবি উল্লিখিত পংক্তিতে পার্থিব জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন; পৃথিবীটা ধোকা বৈ কিছুই না। মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতকে ভুলে যায়। অথচ দুনিয়াটা যেমন ক্ষণিকের তেমনি প্রবঞ্চনার। কবি দুনিয়ার জীবনকে মরুভূমিতে মরীচিকার সাথে তুলনা করেছেন। মরীচিকা যেমন মানুষকে ধোকা দেয় ঠিক তেমনি দুনিয়াও মানুষকে ধোকা দেয়। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ (৭৪৮-৮২৬খ্রি.) দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন-

تَجَرَّدْ مِـــنَ الــدُنيَا فَإِنَّكَ إِنمَا * وَقَعْتَ إِلَى الدُنيَا وَأَنْتَ مُجَرَّدْ

فَلاَ تَحْمَدِ الدُنْيَـا وَلَكِـنْ ذَمِهَـا * وَمَـا بَالُ شَيْءٍ ذَمَّهُ اللهُ يُحْمَدُ[২০]

[তুমি দুনিয়া থেকে মুক্ত হয়। কারণ যখন তুমি দুনিয়ায় অবস্থান করবে তখনো তুমি একা। অতঃপর তুমি দুনিয়ার প্রশংসা করো না বরং নিন্দা কর। যে বস্তুর নিন্দা স্বয়ং আল্লাহ করেছেন তার প্রশংসা করা কেমন হয়?]

কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী বলেন,

تعبٌ كلُّها الحياةُ فما أعجبُ * إلاّ من راغبٍ في ازديادِ

واللبيبُ اللبيبُ من ليسَ يغترُّ * يكونُ مصيرُهُ للفسادِ[২১]

[জীবন আসলে ক্লান্তি ও কষ্টে ভরা, তবু আমি বিস্মিত হই, যারা এই জীবনের আরও বৃদ্ধি কামনা করে তাদের দেখে! বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে এই মায়াজালের ধোকায় পড়ে না, কারণ তার গন্তব্য তো অবশেষে পচন ও ধ্বংস।]

কবি পংক্তিদ্বয়ে বলেন; জীবন বড়ই যন্ত্রণাময়, তবুও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, এটাই আমার কাছে ভীষণ অদ্ভুত লাগে। প্রকৃত জ্ঞানী মাত্রই বিশ্বাস করে, জীবন ক্ষণস্থায়ী; তাই অহংকার বা ভ্রান্তিতে না পড়াই প্রজ্ঞা।

খ. ক্ষমা প্রত্যাশা

মানুষ যৌবন ও শয়তানের প্ররোচনায় অনেক সময় ভুল করলেও পরবর্তীতে সে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় যুগের কতিপয় কবি যারা নিজেদের অতীত জীবনের ভুল ও পাপের অনুশোচনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তারা কবিতার মাধ্যমে নিজেদের কৃতপাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন। তারা গুনাহের জন্য তাওবাও করেছেন। ক্ষমাশীল আল্লাহ তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করেন মর্মে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আব্বাসীয় কবি আবূ নুওয়াস (৭৫৬-৮১৪খ্রি.) বলেন,

يَا رَبّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِيْ كَثْرَةً * فَلَقَـدْ عَلِـمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْزَمُ

أَدْعُوْكَ رَبِّيْ كَمَا أُمِرْتُ تَضَرَّعًا * فَإِذَا رَدَدْتَ يِدِيَ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ[২২]

[হে আমার রব! আমার গুনাহ সমূহ যখন অধিক পরিমাণ হয়ে যায়। নিশ্চই আমি জানি আপনার ক্ষমা আমার গুনাহের চেয়ে মহান। হে আমার পালনকর্তা! আমি বিনয়ের সাথে আপনার কাছে মুনাজাত ও প্রার্থনা করি। যদি আপনি আমার হাতকে ফিরিয়ে দেন (দোআ কবুল না করেন) তাহলে কে আছে আমার উপর অনুগ্রহ করবে?]

উল্লিখিত পংক্তিতে কবি আবূ নুওয়াস কায়মানোবাক্যে দয়াময় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেন। আল্লাহর কাছে অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন- মানুষের ক্ষমা চাওয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্তা নেই।

গ. আল্লাহর উপর ভরসা ও তার নেয়ামতের প্রতি সন্তুষ্টি

আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানদারের জন্য অত্যাবশ্যক। পার্থিব জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি যা কিছু বরাদ্দ হয়, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অন্যতম শাখা। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহঃ (৭৩৬-৭৯৭ খ্রি.) বলেন,

أَرى أُنَاسًا لأَدنىَ الدِيْن قَدْ قَنعُواْ * وَلاَ أَرَاهُمْ رَضُـوْا بِالْعَيْـشِ بِالدُوْنِ

فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَنِ دُنْياَ المُلُوْكِ كَمَا * اِستَغْنَىَ المُلُوْكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِيْنِ[২৩]

[আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা নূন্যতম দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট। অথচ আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কিছুতে খুশি হতে দেখেনি। রাজা-বাদশার দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা কর। যেমন রাজা-বাদশাগণ দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ার মুখাপেক্ষী হয়েছে।]

ঘ. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান

দ্বীনের প্রধান শিক্ষা হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তার সমকক্ষ কেউ নেই। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি। আর আল্লাহ হলেন এসব কিছুর স্রষ্টা। কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী তুলে ধরেছেন। যেমন কবি আবুল আতাহিয়্যাহ আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করে বলেন,

وَفِيْ كُلِّ شَيِءٍ لَهُ آيَةٌ * تَدُلُّ عَلىَ أَنهَّ الوْاَحِدُ[২৪]

[পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান। নিদর্শনগুলো এক আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষী বহন করে।]

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ একজন আখিরাতে বিশ্বাসী কবি ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য অসংখ্য ও অগণিত নিদর্শন তিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে।

ঙ. আল্লাহভীতি

পার্থিব জীবনে একজন বিশ্বাসী মানুষের জন্য খোদাভীরুতার গুণ অর্জন করা অত্যাবশ্যক। কারণ খোদাভীরু ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মত জীবন অতিবাহিত করে। সে আল্লাহর ভয়ে কখনো তার অবাধ্য হয় না। আল-কোরআনে তাকওয়া অর্জন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[২৫]

[হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা।]

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ মানুষকে কবিতার মাধ্যমে খোদাভীতির প্রতি আহবান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের প্রকৃত সম্মান খোদাভিরুতার গুন অর্জন করার মধ্যে। তিনি বলেন,

مَن طَلَبَ العِزَّ لِيَبقَى بِهِ * فَإِنَّ عِزَّ المَرءِ تَقواهُ[২৬]

[যে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য সম্মান অনুসন্ধান করে। সে যেন মনে রাখে মানুষের প্রকৃত সম্মান তার খোদাভীরুতার মাঝে।] কবি বিশ্বাস করেন, যে যত বেশি আল্লাহ ভীরু, সে তত বেশি সম্মানিত মানুষ। মহান আল্লাহ অধিক আল্লাহ ভীরু মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত বলে অভিহিত করেন।[২৭]

চ. মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যু পার্থিব জীবনের অপ্রিয় সত্য। প্রত্যেক প্রাণীকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু অনিবার্য। কাঁচঘেরা মজবুত ঘরে থাকলেও মৃত্যু পাকড়াও করবে। মৃত্যুর উপর বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ কবিতার মাধ্যমে মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন,

المَوتُ بابٌ وَكُلُّ النّاسِ دَاخِلُهُ * فَلَيتَ شِعرِيْ بَعدَ البابِ مَا الدّارُ[২৮]

[মৃত্যু একাটি দরজা আর প্রত্যেকটি মানুষকে সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু হায়! জানতে ইচ্ছে করে, ওই দরজার পরে কোন ঘর? (সে ঘর হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম)]

কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী তার কবিতায় পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

كُـل ذِكرٍ مِن بَعدِه نِـسيانٌ * وتَغِيـبُ الآثارُ والأعـيَانُ
إنَّمَـا هــذِه الحَيَـاةُ عَنَاءٌ * فَلَيُخبِرُكَ عَن أذاها العَيانُ
مَا يَحسُّ التّرَابُ ثِقلاً إذادوس * ولَا المَاءُ يَتعَـبُ الجـريَانُ
نَفَـسٌ بَعدَ مِثلِـها يَتقَـضّى * فَتَمُرّ الدُهُورُ والأحْيانُ[২৯]

[প্রতিটি স্মৃতি একদিন মানুষ ভুলে যায়। অদৃশ্য হয় চিহ্নসমূহ আর মানুষজন। এই জীবন তো শুধু কষ্টেরই নাম। যে নিজে দেখেছে, সেই বলতে পারবে তার যাতনা। মাটিও অনুভব করে না কোনো ভার, যখন তাতে লাশ শোয়ানো হয়। আর পানিও ক্লান্ত হয় না অবিরাম বয়ে চলায়। এক প্রাণ যায়, আরেক আসে, এভাবেই সময় চলে যায়। যুগ-যুগান্তর কেটে যায় অনন্ত ঘূর্ণিতে।]

কবি উল্লিখিত পংক্তিমালায় বলেন; পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী নয়। মানুষ, তার কাজ, তার খ্যাতি সবই একসময় মুছে যায়। জীবন আসলে দুঃখ-যন্ত্রণা আর পরিশ্রমের সমষ্টি, যিনি জীবন কাটিয়েছেন তিনিই জানেন তার কষ্ট। প্রকৃতি নির্বিকার। মৃত্যু, জীবন, দুঃখ এসব তার কাছে কোনো বিষয় নয়; সে চলতে থাকে নিজের নিয়মে। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, প্রজন্ম আসে-যায়, কিন্তু সময়ের প্রবাহ থামে না।

ছ. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম শাখা। পার্থিব জীবন অতিবাহিত করে মানুষ মৃত্যুর দ্বারা আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই। অনন্তকালের পরকালীন জীবনের সুখ ও শান্তি নির্ভর করে পার্থিব জীবনের উত্তম কাজের উপর। যে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে উত্তম কাজ সম্পাদন করবে আল্লাহ তায়ালা তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সুখ ও সফলতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ বলেন,

وَسِـقَامٌ ثُمَّ مـوْتٌ نَازِلٌ * ثُمَّ قَـبرٌ وَنُـزُوْلٌ وَجَـلَبُ
وَحِسَابٌ وكِتَـابٌ حَافِـظٌ * وَمـوَازِيْنٌ وَنَـارٌ تَلتهَـبُ
وَصِرَاطٌ مَنْ يَقَعُ عَنْ حَدِّهِ * فَإِلَىٰ خِزَيٍ طَوِيْلٍ وَنَصَبُ[৩০]

[অতঃপর অসুস্থতা, তারপর মৃত্যু অবধারিত। তারপর কবরে অবতরন। তারপর হিসাব এবং সুরক্ষিত কিতাব। তারপর পাপ-পুণ্যেও পরিমাপ করা হবে এবং অগ্নি প্রজ্জলিত হবে। অতঃপর পুলসিরতের প্রান্ত থেকে যে নিম্নে পতিত হবে, সে দীর্ঘ অপমান ও কষ্টে পতিত হবে।]

জ. জান্নাত ও জাহান্নাম

মহান আল্লাহ আখিরাতে মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের বিচার করবেন। যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও উত্তম কর্মের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করবে আল্লাহ তাদেরকে শেষ বিচারের পর চিরস্থায়ী জান্নাত প্রদান করবেন। আর যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও মন্দ কর্মের মাধ্যমে তার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে আল্লাহ তাদেরকে পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ তার কবিতার মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কবি বলেন,

الدارُ جَنَّةُ خُلدٍ إِن عَمِلتَ بِما * يُرضِي الإِلَهَ وَإِن قَصَّرْتَ فَالنَارُ[٣١]

[যে কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তা যদি তুমি করতে পার, তাহলে চিরস্থায়ী জান্নাত হবে তোমার ঠিকানা। আর যদি তা থেকে কমতি কর তবে ঠিকানা হবে জাহান্নাম।]

যুহদ কবিতার শিল্পরূপ

যুহদ কবিতা আরবী কবিতার বিশেষ একটি শাখা। আব্বাসীয় যুগে কতিপয় কবির দ্বারা যুহদ কবিতার ব্যাপক চর্চা হয়। তারা যুহদ কাব্যে অসাধারণ অবদান রাখেন। তাদের কবিতার ভাষা ছিল সহজ-সরল ও শব্দ চয়ন ছিল অলংকারপূর্ণ। তারা তাদের কবিতায় উপমা-উদাহরণ ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন। তাদের প্রকাশভঙ্গিতে লৌকিকতা ছিল অনুপস্থিত। যুহদ কাব্যের অন্যতম শৈল্পিক দিক হলো যুহদ কবিগণ গীতিকবিতার শুরুতে প্রেমিকার বাস্তুভিটা ও প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ থেকে বিরত থাকেন। তারা তাদের কাসীদার সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত যুহদ সংক্রান্ত বিষয়কে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩২] পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্তির কারণে চাকচিক্যময় ও প্রাচুর্যভরা জীবন তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বিভিন্ন যুগেই অধিকাংশ কবিগণ রাজা বাদশা, রাজন্যবর্গ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রশংসায় অথবা উপঢৌকন পাওয়ার আশায় কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু কবিগণ যুহদ কবিতা রচনায় কখনো কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করেন না। ফলে যুহদ কবিতা সবসময় কোন ব্যক্তির প্রশংসা ও উপহার প্রাপ্তির আশা থেকে মুক্ত।[৩৩]

إِلَهَنـــا مـَا أَعـــدَلَك * مَلِيْكَ كُلِّ مَـــنْ مَلَكَ

لَبَّيكَ قَدْ لَبَّيتُ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الحَمْدَ لَكَ[٣٤]

[হে আমাদের মাবুদ! আপনি কতই না ন্যায়পরায়ণ। আপনি সকল রাজাদের রাজা। আমি উপস্থিত, আমি আপনার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আমি উপস্থিত, সকল প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্যই।]

যুহদ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো; কবিগণ তাদের কবিতা রচনায় বিভিন্ন ওযন বা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি আবুল আতাহিয়্যাহ এর কাসীদাগুলো কামিল, ওয়াফির, বাছীত ও রামাল ছন্দে রচিত। আর কবি আবু নুওয়াস তার যুহদ কবিতা রচনায় খণ্ডিত ছন্দ ব্যবহার করেন। বিশেষ করে তিনি মুতাকারিব ও রামাল ছন্দে কবিতা রচনা করেন।[৩৫] যুহদ কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কবিগণ যুহদ কবিতা রচনায় সহজ-সরল বর্ণনা ও সাবলিল প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। আর পাঠকবৃন্দ যেন সহজেই কবিতার মর্মার্থ উপলব্দি করতে পারে এ ব্যাপারে তারা সতর্ক থাকতেন।[৩৬] কখনো যুহদ কবিগণ মিথ্যা ও বানোয়াট গল্পের ধারে কাছেও যান না। তারা সর্বদা সত্য বর্ণনা সরল ভাবে তুলে ধরেন।[৩৭] যুহদ কবিতা আব্বাসীয় সাহিত্যের এক বিশাল স্থান দখল করে আছে। এ যুগের কবিগণ যুহদ কবিতায় অসাধারণ অবদান রাখেন।

উপসংহার

আরবি সাহিত্যের প্রতিটি যুগেই যুহদ (পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি) মূলক কাব্যের ধারা উপস্থিত ছিল। কবিদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও তাঁর রাসূলের সা. আদর্শের অনুসারী ছিলেন তাঁরা তাঁদের কবিতায় স্বীয় বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ রেখেছেন। বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগের কতিপয় কবি যুহদ কবিতার চর্চা ও বিকাশে বিশেষ অবদান রাখেন। তারা যুহদ কবিতা রচনায় উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আরবি কাব্য সাহিত্যের ইসলামি ভাবধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যুহদ তথা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিমূলক কবিতা রচনা করা। যুহদ মানব জীবনের এমন এক চিন্তাধারা যার দ্বারা মানুষ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতমুখী হয়। এটি মানুষের কর্ম ও চিন্তা চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। আরবি কবিতায় এ চিরন্তন ধারাটি অন্যান্য যুগের তুলনায় আব্বাসীয় যুগে অধিক বিকশিত হয়। এ যুগের কবিদের রচিত হয় অসংখ্য যুহদ কবিতা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র শিল্পের রূপ ধারণ করে। এ যুগের কবিদের রচিত যুহদ কবিতার আবেদন অতীত প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত সমান ভাবে মূল্যায়িত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ আব্বাসীয় যুগের অন্যতম প্রথিতযশা কবি হলেন আবু নুওয়াস। তার প্রকৃত নাম আবু আলী আল-হাসান ইবন হানী আল-হাকামী। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল-মানসুরের শাসনামলে ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের খুজিস্থানের এক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। কবি অল্প বয়সে পিতৃহারা হন, ফলে তিনি তার মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। তিনি বাল্যকালে সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাসরার জামে মসজিদে সমকালীন কবি সাহিত্যিক ও মনীষীদের জ্ঞানের আসরে যোগ দেন। কবি কর্ম জীবনে সুনির্দিষ্ট কোন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি খলীফা ও শাসকবর্গের দরবারে অর্থোপার্জনের জন্য ঘুরে বেড়াতেন। রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে উপঢৌকন লাভ করতেন। তিনি বার্মাকীদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাগীতি রচনা করে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হন। খলীফা আল-আমীন তাকে রাজকবির মর্যাদা দান করেন। কবি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং বাগদাদের প্রধান মদ্যশালায় তার অবাধ বিচরণ ছিল। কবি তার যৌবনকালে ভোগবিলাস এবং আনন্দ ফুর্তিদেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি একজন স্বভাবকবি হওয়ায় সমকালীন কবিদের মাঝে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পান। কবি আবু নুওয়াস তার জীবন সায়াহ্নে এসে অতীত জীবনের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি আল্লাহর নিকট তওবা করে যুহদকেন্দ্রিক বেশ কিছু

কবিতা রচনা করেন। তার কবিতায় আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা, নিজ কৃতকর্মের অনুশোচনা ও মৃত্যুসহ নানান বিষয় ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত-এর মতে, কবি আবূ নুওয়াস ১৯৯ হিজরীতে বাগদাদে মৃত্যু বরণ করেন। দ্রঃ হান্না আল-ফাখূরী, *আল মু'জাম ফিল আদাবিল আরাবী*, *আল-আদাবুল কাদীম* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ-৬৯১-৭০০; আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ. ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৩।

২ কবি আবুল আতাহিয়্যাহ আব্বাসীয় যুগের আরবী মরমী কাব্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাকে মরমী কাব্যের প্রবর্তক হিসেবে বিবেচনা হয়। কবি ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে কূফার একটি পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার শৈশবকাল কুফাতে অতিবাহিত করেন। কবি পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে কষ্টকর জীবন কাটান। বাল্যকাল থেকেই কবি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি মরু অঞ্চলের বেদুঈনদের সাথে চলাফেরা করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা আয়ত্ত করেন। যা পরবর্তীতে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আব্বাসীয় খলীফা আল- মাহদীর খিলাফত কালে কবি বাগদাদ গমন করেন এবং খলীফার প্রশংসাগীতি রচনা করেন। খলীফা এক সময় তাকে দরবারী কবির মর্যাদা দেন এবং অনেক আর্থিক উপঢৌকন প্রদান করেন। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ জীবনের শেষ সময়ে মরমী কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি স্বীয় চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার উৎস হিসেবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। ফলে তার কাব্যে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পায়। কবি তার ব্যক্তি জীবনের প্রথমাংশে ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও শেষ জীবনে মরমীবাদে প্রবেশ করে একজন ধর্মনিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হন। কবি আবুল আতাহিয়্যাহ ৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, *আল-আসরুল আব্বাসী আল-আওয়াল* (কায়রোঃ দারুল মা'অরিফ, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২২০-২৩০, উমার ফাররূখ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ২য় খন্ড (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৯ খি.), পৃ. ১৯০-১৯৫।

৩ ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) এমন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যিনি একাধারে ছিলেন হাদীস বিশারদ, ফকীহ, দার্শনিক চিন্তাবিদ এবং স্বনামধন্য কবি। তাঁর জীবন ও সাহিত্যচর্চায় ইসলামি নৈতিকতা, জ্ঞানচর্চা ও সমাজসচেতনতার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি ঈমান, তাওহিদ ও আখলাকের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই কুরআন হিফজ করেন এবং হাদীস, ফিকহ, ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর শায়খদের মধ্যে ইমাম মালিক (৭১১-৭৯৫ খ্রি.), সুফিয়ান আস-সাওরি (৭১৬-৭৭৮ খ্রি.) ও আবু হানিফার (৬৯৯-৭৬৭ খ্রি.) মতো আলেমগণ অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল মুবারক শুধুমাত্র হাদীস বা ফিকহের পণ্ডিতই ছিলেন না; তিনি ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্য-প্রেমী একজন মার্জিত কবিও। তাঁর কবিতায় জ্ঞান, ত্যাগ, আল্লাহভীতি, আত্মসমালোচনা এবং মানবিক বোধ গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতা নীতিনির্ভর ও হৃদয়স্পর্শী, যাতে ছিল আত্মিক জাগরণের আহবান। ইবনুল মুবারক মরমী ধারার কাব্য চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর কবিতা পরবর্তীকালে সুফি ও যুহদ কবিদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা একদিকে যেমন ধর্মীয় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি আরবী সাহিত্যেও যুক্ত করেছে নতুন দার্শনিক মাত্রা। তাঁর কবিতা আজও মানবমুক্তি, ন্যায়, পরকাল-চেতনা ও আল্লাহভীতির এক জাগ্রত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। দ্রঃ ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, *আল-আসরুল আব্বাসী আল-আওয়াল*, পৃ. ৪০২-৪০৬।

৪ আবুল 'আলা আল-মা'আররী আব্বাসীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের নিকটে একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে দৃষ্টি শক্তি হারান। তিনি ছোট বেলা থেকেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। কবি তার পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে আলেপ্পো শহরে গমন করেন এবং মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর নিকট আরবী ভাষা, সাহিত্য এবং হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন। কবি পরবর্তীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর জ্ঞানের জগতে আরো শানিত করতে বাগদাদ গমন করেন। তিনি সেখানে সমকালীন পণ্ডিত, সূফী-সাধক, কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীদের সাহচর্যে জ্ঞানার্জন করেন। কবি আবুল 'আলা আল-মাআররী এক সময় দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। এ সময় বিশেষ করে আত্মা, দেহ-সৃষ্টিজগত, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন। এ ভাবে তিনি আধ্যাত্মিকতায় ডুবে যান এবং মরমী কবিতা চর্চা করেন। তাঁর কবিতার দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর কাব্যসমগ্র اللزوميات নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। এই মহান কবি ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, *আল-আদাবুল কাদীম*, পৃ. ৮৪৩-৮৫০; ড. কামাল ইয়াযিজী, *আবুল 'আলা আল-মা'আররী ও লুযূমিয়্যাতুহ* (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৪।

৫ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩০৮।

৬ *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দঃ জাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৪০৩; ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, *কিতাবুয যুহদ* (মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১২৩।

৭ ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রোঃ মাকতাবাতু দারুল মা'আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৮০।

৮ ড. ইয়াহয়া শামী, *আরওয়া'উ মা-খীলা ফিয যুহদ* (বৈরূতঃ দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫।

৯ আব্দুল কাদির ঈসা, *হাকাইকুন আনিত-তাসাউউফ* (আলেপ্পোঃ ওযারাতুল ই'লাম, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৬।

১০ *কিতাবুয যুহদ*, পৃ. ১২৫।

১১ সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত: ২০।

১২ সূরাহ আল-মুনাফিকূন, আয়াত: ৯।

১৩ সূরাহ আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৬।

১৪ আল্লাহ তায়ালা বলেন,.﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদৌস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।] দ্রঃ সূরাহ আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৭-১০৮।

১৫ মহানবী সা. বলেন, مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنيَا إِلا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

১৬ ইমাম তিরমিযী, *সুনানু তিরমিযী* (রিয়াদ: বাইতুল আফকারিদ দাওলিয়্যাহ লিতাওযী' ওয়ান নাশরি, তা.বি.), হাদিস নং-২৩২৪।

১৭ ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান* (মাতবা'আতু দারু ইহয়াইল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং-৪১০২।

১৮ লাবীদ ইবন আবী রাবীআহ, *আদ-দীওয়ান* (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ১৩২।

[১৯] আবুল আতাহিয়্যাহ, *আদ-দীওয়ান* (বৈরূত: দারু বৈরূত, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৮১।
[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮।
[২১] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ, *আয-যুহদ ফিশ শি'রিল আরাবী*, পৃ. ৫৮।
[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।
[২৩] শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরুল আব্বাসী আল-আওয়াল* (কায়রো: দারুল মাআরিফ, ৮ম সংস্করণ তা.বি.), পৃ. ৪০৫; মুহাম্মাদ উছমান জামাল, *আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আল-ইমাম আল-কুদওয়াহ* (দিমাশক: দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৮০।
[২৪] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ, *আয-যুহদ ফিশ শি'রিল আরাবী*, পৃ. ৩৪।
[২৫] সূরাহ আলে ইমরান, আয়াত: ১০২।
[২৬] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ, *আয-যুহদ ফিশ শি'রিল আরাবী*, পৃ. ৪৭।
[২৭] ইরশাদ হচ্ছে, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলো যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।" দ্রঃ সূরাহ আল-হুযরাত, আয়াত: ১৩।
[২৮] আবুল আতাহিয়্যাহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৬৮।
[২৯] আবুল 'আলা আল-মা'আররী, *আল-লুযূমিয়্যাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯২৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।
[৩০] সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ, *আয-যুহদ ফিশ শি'রিল আরাবী*, পৃ. ৪৯।
[৩১] আবুল আতাহিয়্যাহ, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৬৮।
[৩২] মুহাম্মাদ দায়ফ, *শি'রুয যুহদ ফিল আসরিল 'আব্বাসী* (মুআসসাসাতুল মুখতার লিননাশরি, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৪৩-৫৪৮।
[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৩-৬২৪।
[৩৪] 'আলী আহমাদ আয-যুবায়দী, *যুহদিয়্যাতু আবী নুওয়াস* (কায়রো: মাতবা'আতু কুসতাতুমাস, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ৮০।
[৩৫] মুজাহিদ মোস্তফা বাহজাত, *আত-তাইয়্যারুল ইসলামী ফী শি'রিল 'আসরিল 'আব্বাসী আল-আওয়াল* (ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিদ দীনিয়্যাহ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭২৫-৭৫৩।
[৩৬] মুহাম্মাদ দায়ফ, *শি'রুয যুহদ ফিল 'আসরিল' আব্বাসী*, পৃ. ৩২৫।
[৩৭] মুজাহিদ মোস্তফা বাহজাত, *আত-তাইয়্যারুল ইসলামী ফী শি'রিল 'আসরিল 'আব্বাসী আল-আওয়াল*, পৃ. ৭৭৬-৭৮৩।